দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 17 FEB 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

198

পাবনা জেলার লক্ষাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

সাঁথিয়া (পাবনা), ১৬ই ফেব্রুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– পাবনা জেলার লক্ষাধিক শিশু প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। জেলায় বিদ্যালয়ে গমনোপ–যোগী (৬ থেকে ১০ বছর) শিশুর সংখ্যা ৪ লাখ ৪৩ হাজার ২শ' ৩২ জন। এর মধ্যে বিদ্যালয়ে যায় ৩ লাখ ৩৬ হাজার ৯১ জন। বাকি ১ লাখ ৭ হাজার ১শ' ৪১ জন শিশু বিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পায় না। বেসরকারী হিসেবে এই সংখ্যা প্রায় দেড় লাখ। সাঁথিয়া, সুজানগর, চাটমোহর, ভাঙ্গুড়া, বেড়া ও ফরিদপুর থানার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিদ্যালয়গুলোতে দেখা গেছে, হাজিরা খাতায় যে পরিমাণ শিশুর নাম আছে তার মাত্র ৩০ শতাংশ বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, সাঁথিয়া থানায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনো–পযোগী শিশুর সংখ্যা ৫০ হাজার ২শ' ২৭ জন, বিদ্যালয়ে যায় ৪০ হাজার ১শ' ৩ জন, বাকি ১০ হাজার ১শ' ২৪ জন শিশু বিদ্যার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। সদর থানায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৭৫ হাজার ৩শ' ৪৮ জন, বিদ্যালয়ে যায় ৬০ হাজার ২শ' ৭৮ জন। বাকি ১৫ হাজার ৭০ জন স্কুলে যায় না। উল্লেখ্য, সদর থানাটি ১৯৯২ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বরদী থানায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৬২ হাজার ৮শ' ২৬ জন, যায় ৪৮ হাজার ৪শ' ৬৮ জন। শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিতের সংখ্যা ১৪ হাজার ৩শ' ৫৮ জন। চাটমোহর থানায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৫৮ হাজার ৮শ' ২০ জন, স্কুলে যায় ৪২ হাজার ৫শ' ২৫ জন। শিশু সুযোগ থেকে এই থানায় বঞ্চিত শিশু–কিশোরের সংখ্যা ১৬ হাজার ২শ' ৮৫ জন।

সুজানগর থানায় বিদ্যালয়ে গমনোপ–যোগী শিশুর সংখ্যা ৪৯ হাজার ৬শ' ৭০ জন, স্কুলে যায় ৩৮ হাজার ৩শ' ৬০ জন, নানাবিধ কারণে স্কুলে যায় না ১১ হাজার ৩শ' ১০ জন। বেড়া থানায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৪৫ হাজার ৫শ' ৩০ জন, বিদ্যালয়ে যায় ৩২ হাজার ৪শ' ২৫ জন, না যাওয়ার সংখ্যা ১৩ হাজার ১শ'; ৫ জন। ফরিদপুর থানায় স্কুলে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৪০ হাজার ২শ' ২৬ জন, স্কুলে যায় মাত্র ২৮ হাজার ১শ' ২০ জন, যায় না ১২ হাজার ১শ' ৬ জন। ভাঙ্গুড়া থানায় বিদ্যালয়ে গম–নোপযোগী শিশুর সংখ্যা ৩২ হাজার ২শ' ৪০ জন, বিদ্যালয়ে যায় ২৪ হাজার ১শ' ৩০ জন, যায় না ৮ হাজার ১শ' ১০ জন। আটঘড়িয়া থানায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুর সংখ্যা ২৮ হাজার ৩শ' ৪৫ জন, বিদ্যালয়ে যায় ২১ হাজার ৬শ' ৮২ জন, ৬ হাজার ৬শ' ৫৩ জন স্কুলে যায় না।

বিদ্যালয়ে না যাবার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা গেছে ১। দারিদ্র্যতা ২। সচেতনতা ৩। উদ্বুদ্ধকরণের অভাব ইত্যাদি। কৃষক এবং তাঁতী পরিবারের শিশুরা পিতা–মাতাকে তাদের কাজে সাহায্য করে। চায়ের দোকান, হোটেল–রেস্টুরেন্টে কাজ করে বিদ্যালয় গমনোপযোগী ১০ শতাংশ শিশু। বিদ্যালয়গুলোতে রয়েছে শিক্ষা উপকরণের অভাব, শিক্ষক, আসবাবপত্রের অভাবসহ জরাজীর্ণ ঘর শিক্ষা সম্প্রসারণে অন্তরায়ের কারণ।

বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু হবার পর গত মাসে স্কুলে গমনকারী শিশুর সংখ্যা বেড়েছে। বই, খাতা, পেন্সিলের অভাবে ইতিমধ্যেই ১৫ শতাংশ শিশু এ মাসে স্কুল ত্যাগ করেছে।

সাঁথিয়াঃ সাঁথিয়া থানার ঘুঘুদহ গ্রামের এসব স্কুল গমনোপযোগী শিশু–কিশোর স্কুলে যায় না। এরা তাদের অভিভাবকদের কাজে সাহায্য–সহযোগিতা করে। কেউ মাছ ধরে, কেউ চাষাবাদ করে, কেউ তাঁত চালায়। —সংবাদ